তারিখ ..17 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

দৈনিক
আমাদের সময়

বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা এ বছরও হচ্ছে না

এম এইচ রবিন ●

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে আগামীকাল। এর পরই শুরু হবে উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ। ভিন্ন-ভিন্ন দিনে ভর্তি-পরীক্ষা নেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এতে নানা হয়রানি পোহাতে হবে ভর্তিচ্ছুদের। এটি প্রতিবছরের চিত্র। শিক্ষার্থীদের এমন হয়রানি কমাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রস্তাব দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অমতের কারণে ওই পদ্ধতি এ বছরও চালু হচ্ছে না।

জানা গেছে, লাখ-লাখ শিক্ষার্থী চান গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি। কিন্তু শুধু আয় কমে যাওয়ার অজুহাতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এর বিরোধিতা করছে। ফলে অঙ্কুরেই থেকে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষায় গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রস্তাব। এদিকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে ভর্তি-পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটতে হয়। এতে অর্থ ও সময় ব্যয়ের পাশাপাশি মানসিক চাপে থাকেন ভর্তিচ্ছুরা। এ ছাড়া রয়েছে ভর্তি নিয়ে কোচিং-বাণিজ্য।

কাল এইচএসসির ফল প্রকাশ

উচ্চশিক্ষার 'অ্যাপেক্সবডি'খ্যাত ইউজিসির প্রস্তাবনা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আটটি গুচ্ছে এ পরীক্ষা নেওয়া যায়। এরই অংশ হিসেবে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনটি গুচ্ছ ছাড়াও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য পাঁচটি গুচ্ছে ভর্তি-পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব করে কমিশন।

কমিশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভর্তি-পরীক্ষা নিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একজন শিক্ষককে গড়ে ১৭ থেকে ২৬২ ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়, যা অনায়াসে একজন শিক্ষক পড়ানোর কাজে ব্যয় করতে পারেন। অন্যদিকে ভর্তি-পরীক্ষার প্রস্তুতি, ভর্তি ফরম কেনা এবং পরীক্ষা দিতে যাওয়া-আসা বাবদ একজন শিক্ষার্থীকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-পরীক্ষা দিতে যাওয়ার হয়রানি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থীই চান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি-পরীক্ষা হোক। শিক্ষার্থীদের চাওয়া এবং তাদের সমস্যা বিবেচনায় রেখে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার আলোচনা শুরু হয়।

এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ক্লাস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলেও ভালো হয়। পরীক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘব হবে। আর্থিক ক্ষতি রোধ হবে। তবে এর নেতিবাচক দিকও আছে। এক পরীক্ষার্থী হয়তো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো সাবজেক্ট পায়নি। কিন্তু সে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো সাবজেক্ট পেতে পারে।

এ বিষয়ে গতকাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ফারজানা এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ বছর আগের নিয়মে পৃথক ভর্তি-পরীক্ষা হবে। গুচ্ছভর্তি পদ্ধতির বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি-পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছে উপাচার্যদের সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ।

এ বিষয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ আমাদের সময়কে জানান, গত বছরের মতোই পৃথক ভর্তি-পরীক্ষা নেওয়া হবে– এমনটা পরিষদের সিদ্ধান্ত। এখন সরকার যদি কোনো নির্দেশনা দেয় সেটার বিষয়ে দেখা হতে পারে। তবে এ বছর গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে পরিষদের সভায় কোনো আলোচনা হয়নি। তা ছাড়া গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর জন্য কে পরীক্ষার দায়িত্বে থাকবে? বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী, সেক্ষেত্রে কী করা যাবে– এমন অনেক প্রশ্ন সামনে এসে যায়। জানা গেছে, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি গুচ্ছ হচ্ছে– বিজ্ঞান অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, কলা ও সামাজিকবিজ্ঞানসহ অন্যান্য অনুষদের জন্য আলাদা গুচ্ছে পরীক্ষা। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা গেলে শিক্ষার্থীরা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড়ঝাঁপ, আলাদা ফরম কেনা ও পরীক্ষায় বসার জন্য সময়, শ্রম, অর্থ গচ্চা এবং ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে একমত হতে না পারায় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি-পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একসঙ্গে ভর্তি-পরীক্ষা নিলে শিক্ষকদের আয় কমে যেতে পারে– এমন শঙ্কায় তারা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি-পরীক্ষার বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এই পদ্ধতি তাদের ওপর চাপিয়েও দিতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব নয়। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। সবাই এখানে ভর্তি হতে চায়। তাই এখানে নিজস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি থাকতে হবে। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপাচার্যদের নিয়ে এক বৈঠকে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই গুচ্ছভিত্তিক ভর্তির পক্ষে মতামত দিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দেয়। এরপর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অভিন্ন পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণাও দেয়; কিন্তু সিলেটের স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে তাও বাস্তবায়ন হয়নি।

ভর্তি-পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩, ২৪ ও ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ২১ ও ২৮ অক্টোবর। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই দিন ভর্তি-পরীক্ষা হবে বিকালে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯-২৭ নভেম্বর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩-২৭ অক্টোবর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩-৩১ অক্টোবর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩-৫ নভেম্বর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯-২৪ নভেম্বর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪-২৮ নভেম্বর, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮-১৯ নভেম্বর, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩-১৭ নভেম্বর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে ১৪, ১৫, ২১ ও ২২ অক্টোবর, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২, ৩ ও ৯ ডিসেম্বর, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ ডিসেম্বর ফাজিল সম্মান, ৮-২০ জানুয়ারি ফাজিল পাস; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ২২ অক্টোবর, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ নভেম্বর, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ অক্টোবর, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ অক্টোবর, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে (তেজগাঁও) ১৮ নভেম্বর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯ অক্টোবর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ নভেম্বর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ নভেম্বর, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ ডিসেম্বর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ নভেম্বর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮-২১ ডিসেম্বর, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪-৭ নভেম্বর, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ ও ১১ ডিসেম্বর, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ ডিসেম্বর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ ও ১২ নভেম্বর এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ ডিসেম্বর ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।